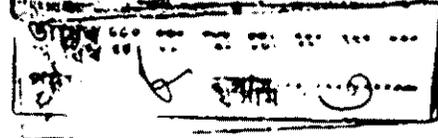


দৈনিক ইকিলাব



হাজার হাজার শিক্ষক ৬/৭ মাসেও বেতন পাননি রিটেনশন অর্ডার সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য এক আতংক

মোঃ আবদুর রহিম ॥ রিটেনশন অর্ডার সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য এক আতংক। এ অর্ডারের আওতে থেকে হাজার হাজার সরকারী প্রাথমিক শিক্ষককে বছরের ৬/৭ মাস বেতন না পেয়ে কাটাতে হচ্ছে এক দুর্বিষহ জীবন। রিটেনশন অর্ডারের আওতে পড়ে শিক্ষকরা ২০০১ সালে ৬/৭

মাস বেতন পাননি। বেতনের অভাবে তাদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন ৭ হাজারের বেশী শিক্ষক। তদুপরি তাই নয় দীর্ঘ সময় বেতন না পাওয়ার কারণে মানবের জীবন হাশন করছেন জাগ্রাহত শিক্ষকদের পরিবারসমূহ। ৭-এ পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন।

শিক্ষকদের আতংক

৮-এ পৃষ্ঠার পর
রিটেনশন অর্ডারের আওতে পড়ে ২০০১ সালের জুন মাস থেকেই বেতন বন্ধ হয়ে পড়েছিল এসব শিক্ষকদের। গত ৭ মাসেও তাদের উপর থেকে রিটেনশন অর্ডারের খড়গ সঞ্চিত। হাজার হাজার আইমারী শিক্ষকদের উপর রিটেনশন অর্ডারের জট সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় এবং প্রচার মাধ্যমে বিপুল প্রকাশিত হলেও
ওদের দুর্ভাগ্যের পরিমার্জন ঘটেনি। দেশের বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত ৭ হাজার ১১০ জন শিক্ষক/শিক্ষিকাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৯৯২ সালের দ্বারক নং ৭/০ ইং ৯২/২০৮/১(২)/২ শিক্ষা আদেশ বলে উদ্বৃত্ত প্রকল্প থেকে অস্থায়ী দায়িত্ব বাতিল করা হয়। এরপর থেকে অস্থায়ী দায়িত্ব বাতিল সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নে রিটেনশন অর্ডার নামক এক জটিল নার্সিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর উক্ত শিক্ষকগণ বেতন পেতে পারেন। কিন্তু এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে সময় নেয় কমপক্ষে ৬ মাস, অনেক সময় তারও বেশী। এ দীর্ঘ সময় এক মানবেরতঃ অবস্থায় জীবনদান করতে হয় হাজার হাজার শিক্ষক পরিবারের। গত বছর (২০০১) এর বাতায় ঘটেনি।
উল্লেখ্য: গণশিক্ষা বিভাগ ৭১৮৫ জন শিক্ষক/শিক্ষিকার পর স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ২০০১ সালের ২১ মে তারিখের সূত্র নং সম/স ও বা/টিম ০(২) প্রাণাধি ০২/৯২ (অংল-১) ৬৭ উদ্ভূত করে ২০০১ সালের ২ জুলাই তারিখের দ্বারক নং প্রাণাধি/প্রশা/১০ এম-০২/৯২ (অংল-১)/২০০০/১৩০১-এই আদেশ প্রযোজনীয় তৎকালে চেষ্টা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করে।